MAR. 21 2001

ভোরের কাগজ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় চ্যান্সেলর সমীপেষু

আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমফিল, পিএইচডির ছাত্রছাত্রী। দীর্ঘ দিন ধরে আমরা নানামুখি সমস্যার মধ্যে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমাদের সমস্যার আজও কোনো সমাধান হয়নি। আমরা মাননীয় চ্যান্সেলরের কাছে আমাদের অসুবিধাসমূহ সংক্ষেপে তুলে ধরছি :

১. আবাসিক ব্যবস্থা নেই

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমফিল, পিএইচডির ছাত্রদের জন্য কোনো আবাসিক ব্যবস্থা নেই। যদিও ছাত্রীদের আবাসিক সংকট নিরসন করা হয়েছে। মাননীয় চ্যান্সেলর, যে দেশে, দেশের গবেষকদের জন্য আবাসিক কোনো ব্যবস্থা নেই, সে দেশের গবেষকরা কিভাবে গবেষণা কাজ চালিয়ে যাবে? অথচ একই দেশে জাহাঙ্গীরনগর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের আবাসিক ব্যবস্থা আছে। অনেক গবেষক আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে হলে পরিচিত ছোট ভাইদের কাছে শুধুমাত্র রাতে একটু ঘুমায়, তাও বড়ো ভাইদের অসহ্য হলে নেতাদের কড়া হুকুমে সেটুকুও সম্ভব নয়।

২. পড়াশোনার পরিবেশ অনুপস্থিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমফিল, পিএইচডির ছাত্রছাত্রীদের জন্য সত্যিকার অর্থে পড়াশোনার মতো কোনো পরিবেশ নেই। গ্রন্থাগারের নিচতলায় এমফিল গবেষকদের জন্য যে কক্ষ রয়েছে, তার পাশ দিয়ে পায়ের খটখট আওয়াজ তুলে কর্মচারী ও কর্মকর্তা নিরন্তর আসা-যাওয়া করে; ফলে পড়ার পরিবেশ বিঘ্নিত হয়। মাঝে মাঝে নিচ তলায় এমফিল কক্ষে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সভা বসে, তখন গবেষকদের পাঠ ফেলে রেখে চলে যেতে হয়। পড়াশোনার জন্য মাত্র ৮/১০টা চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থা রয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য, গবেষণার জন্য বই খুঁজে আনলেও ঠিকমতো টেবিলে থাকে না। গবেষকের অনুপস্থিতে অন্যরা বই নিয়ে যায়। সন্ধ্যার সময় পাঠকক্ষে মশার রাজত্ব। অনেক গবেষক মশার কয়েল এনে পড়াশোনা করতে দেখা যায়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ মশা তাড়ানোর কোনো ব্যবস্থা নেই। উপরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় দীর্ঘদিন ক্যারলগুলো বন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে, অথচ সেখানে গবেষকদের গবেষণা কাজ করার কোনো অধিকার নেই।

৩. পর্যাপ্ত বই নেই

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত বই নেই, অনেক বইয়ের পাতা কাটা অনেক সময় ক্যাটালগে বইয়ের নাম থাকলেও সে বই আর খুঁজে পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ : DIRINGER-এর Alphabet (1949) এবং Taylor, Isaac এর Alphabet বইয়ের ক্যাটালগ থাকলেও বই খুঁজে পাওয়া যায় না। 'ভারতবর্ষে লিপিবিদ্যার বিকাশ' নামে একটি বই ইতিহাস বিভাগের জনৈক শিক্ষক প্রায় সাত বছর নিয়ে রেখে দিয়েছেন। কর্মকর্তাদের এ ব্যাপারে বললে, তারা বলে আমরা কি করবো? আমরা অসহায়। নতুন কোনো বই সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই।

৪. অর্থনৈতিক সাহায্য নেই

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমফিল, পিএইচডি ছাত্রছাত্রীদের গবেষণার জন্য সত্যিকার অর্থে কোনো অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া হয় না। শুধুমাত্র প্রত্যেক বিভাগ থেকে একজনকে বৃত্তি দেওয়া হয়। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়।

মাননীয় চ্যান্সেলর, আপনি জানেন, পৃথিবীর অন্যকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ ডিগ্রির প্রতি এরকম অবহেলা দেখা যায় না। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উন্নতমানের কোনো গবেষণা বের হচ্ছে না। তার একমাত্র কারণ, গবেষণার জন্য কোনো সুব্যবস্থা নেই। উল্লেখ্য, এখানে একটি International Hostel রয়েছে। অনেক নবাগত শিক্ষককে এখানে পরিবারসহ আবাসিক সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু গবেষকদের জন্য কোনো সিট বরাদ্দ নেই। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষকদের প্রতি অন্যায় আচরণের কারণ, যাতে সাধারণ ছেলেমেয়েরা এদেশে পড়াশোনা করতে না পারে। শুধুমাত্র পুঁজিবাদী শ্রেণীর জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার খোলা। তুলনামূলকভাবে ধনিক শ্রেণীর কম মেধাবী ছাত্র অর্থের বিনিময়ে বিদেশ থেকে এমফিল, পিএইচডি করে আসছে। অথচ মেধাবী ছাত্রদের অর্থনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা না থাকার কারণে গবেষণায় মনোনিবেশ করতে পারছে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমফিল, পিএইচডি গবেষকরা আবাসিক সংকট নিরসনের জন্য দীর্ঘদিন আন্দোলন করে আসছে। কিন্তু এই ব্যাপারটি নিয়ে সবাই উদাসীন। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক ভবন তৈরি করা হয়েছে। শিক্ষকদের জন্য নতুন নতুন ভবন তৈরি হচ্ছে, ছাত্রাবাস হচ্ছে, বাস বাড়ছে, কলা ভবন বর্ধিত হচ্ছে। সন্দেহ নেই, এ সবই শুভ উদ্যোগ। কিন্তু এমফিল, পিএইচডি ছাত্রছাত্রীদের জন্য এ সরকারও কিছু করলো না, পূর্ববর্তী সরকারও কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। দেশের শীর্ষস্থানীয় উচ্চবিদ্যাপীঠে গবেষকদের প্রতি এই অবহেলা সত্যিই দুঃখজনক ব্যাপার। আমরা মাননীয় চ্যান্সেলরের শুভ দৃষ্টি পাবো বলে আশা করছি। আশা করি, আপনার মতো জ্ঞানী ব্যক্তি মেধার বিকাশে সব ধরনের সহযোগিতা দান করবেন।

এমফিল এবং পিএইচডির ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে
সাইফুল ইসলাম নান্নু
উৎপলেন্দু কীর্তনীয়া।